দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 05 JUL 1998 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বুয়েটে সেশনজট

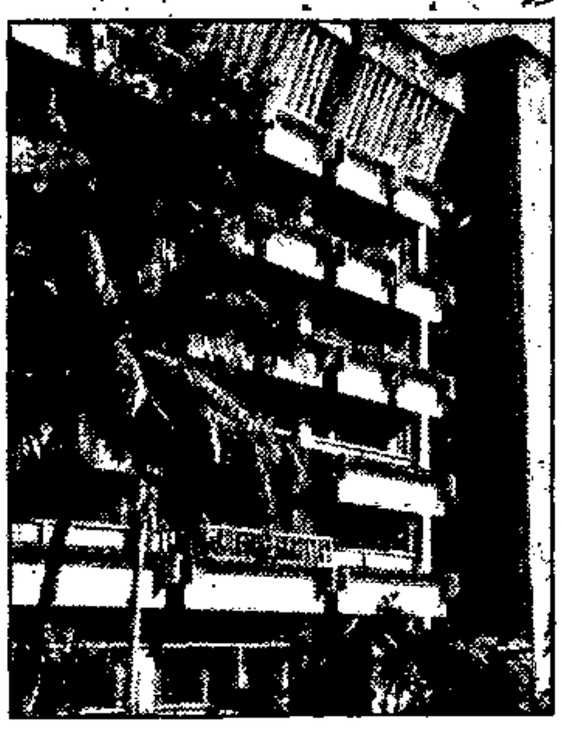

সেশন জটের কালো থাবা গ্রাস করছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কে। বর্তমানে বুয়েটে সেশনজট রয়েছে প্রায় ১৪ মাসের মতো। দিন দিন এ জটের পরিমাণ বাড়ছে। অথচ একটা সময় বুয়েটে ছিল সেশনজট মুক্ত।

এরশাদ সরকারের ন' বছরের শাসনামলে সরকারী আদেশে বুয়েট বন্ধ ছিল শিক্ষক কর্মচারী সকলেই কিছুটা দায়ী। বিএনপি সরকারের আমলে বুয়েট পিছিয়েছে ছ' মাস। বর্তমান সরকারের আমলে এখন পর্যন্ত বুয়েট তিন মাস পিছিয়েছে। তবে এই দুই সরকারের আমলে শিক্ষক ছাত্র এবং কর্মচারীদের আন্দোলনের কারণে বুয়েট সাত মাস পিছিয়েছে।

বর্তমানে বুয়েটের সিনিয়র দু'টি ব্যাচকে ভর্তির পরে ক্লাস শুরুর অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়েছে এক বছরেরও বেশি সময়। তাছাড়া ক্লাস শুরুর পরও চার বছরের কোর্স শেষ করতে প্রায় পাঁচ বছর সময় লেগে যায়।

সন্ত্রাসী ঘটনায় বুয়েট বন্ধ থেকেছে এমন নজির দু' একটি ছাড়া তেমন নেই। ১৯৯৪ সালে ইউকসু নির্বাচনের আগের রাতে সন্ত্রাসী ঘটনায় এক মাস এবং ১৯৯৫ সালে ছাত্রনেতা আহমেদ উল্লাহ নিহত হবার পর উত্তেজিত ছাত্ররা ব্যাপক ভাংচুর করলে এক

তরিকুল ইসলাম আজিম

মাস বুয়েট বন্ধ ছিল। এ দু'টি ঘটনা ছাড়া সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে বুয়েট কখনও বন্ধ থাকেনি।

বুয়েটের সেশনজট সর্বোচ্চ ২২ মাসে পৌঁছেছিল। জট কমানোর জন্য সাবেক উপাচার্য ডঃ মোঃ শাহজাহান প্রবর্তন করেছিলেন কোর্স পদ্ধতি। তারপরে চারটির জায়গায় ছয়টি ব্যাচের ক্লাস এক সাথে নেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং এখনও তা চলছে। বর্তমানে ছয়টি ব্যাচ নিয়েই একাডেমিক ক্যালেণ্ডার ঠিক রাখার চেষ্টা চলছে। চারটির জায়গায় ছয়টি ব্যাচের ক্লাস শুরু করায় জুনিয়র দু' ব্যাচের সেশনজট তেমন না থাকলেও সিনিয়র ব্যাচগুলোতে সেশনজট রয়েই গেছে। গত এক বছরে বুয়েটের যেভাবে নিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষা হয়েছে তাতে আগামী দেড় দু' বছরে বুয়েট সেশনজট মুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে বুয়েটে যে অবস্থা চলছে। তাতে সেশনজট কমবে না বরং বাড়বে।

এ জ ভা ই স লা ই ন

ভাব-সম্প্রসারণ

সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত কোন ভাবকে ভাষার সাহায্যে সম্প্রসারণ ঘটনাকে বলে ভাব-সম্প্রসারণ বা Anplification কবিতার দুই একটি ছত্র কিংবা গদ্যের দু'-একটি বাক্যে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বিশাল সমুচ্চভাব অন্তর্নিহিত থাকে। নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অবশ্যই পালন করতে হবে।

১. প্রশ্নোক্ত কাব্যাংশ বা গদ্যাংশটির মূল অর্থটি অনুধাবনের জন্য পঙক্তিসমূহের বারংবার পঠন-পাঠন প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত উপযুক্ত অর্থবোধ না হচ্ছে ততক্ষণ প্রদত্ত অংশটি পড়ে যেতে হবে।

২. প্রশ্ন-প্রদত্ত অংশটির রচয়িতার নাম বহুক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের জানা থাকতে পারে। কিন্তু ভাব-সম্প্রসারণ লেখার সময়

কামরুল হাসান শায়ক

রচয়িতার নাম কোন মতেই উল্লেখ করা চলবে না।

৩. বাক্যাংশে ব্যবহৃত শব্দগুলোর প্রয়োগ-সার্থকতা অনুধাবন করতে হবে।

৪. প্রয়োজনমতো (যদি কবিতার আকারে থাকে) মূল অংশটির গদ্যরূপ করে নেয়া যায়, এ ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে, গদ্যরূপ মূলানুগ হতে হবে এবং তা যেন কখনই ব্যাখ্যা বলে মনে না হয়।

৫. ভাব সম্প্রসারণটি শুরু করতে হবে আকর্ষণীয় শব্দ সম্ভারে। এ ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক বাক্যটি ক্রিয়াপদ বর্জিত হলে ভাল শোনাবে।

৬. ভাব-সম্প্রসারণ ব্যাখ্যা নয়। কাজেই ভাব সম্প্রসারণের কোন জায়গায় 'কবি এখানে বলেছেন' বা 'আলোচ্য পঙক্তিতে লেখকের বক্তব্য' বা 'রচয়িতা এখানে বলতে চেয়েছেন'— এই জাতীয় কিছু লেখা চলবে না।

৭. ভাবসম্প্রসারণের (কাব্যাংশ বা গদ্যাংশ) জন্য নির্বাচিত অংশগুলোতে প্রায়ই রূপক বা উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটে থাকে। উত্তর লেখার সময় প্রথমেই অলঙ্কারটি ব্যাখ্যাধর্মী করে নিতে হবে, পরে বিশ্লেষণ ঘটিয়ে রূপক-উন্মোচিত করতে হবে।

৮. মূল-ভাবটি সম্প্রসারণের সময় কোন ক্ষুদ্র কথিকা বা কবি এবং মহাপুরুষদের সুভাষিত বাণী দুই একটি যোগ্য স্থানে দিলে ভাল দেখাবে। কিন্তু উদ্ধৃতিবাহুল্য ঘটলে বা উদ্ধৃতি অপ্রাসাঙ্গিক হলে বা উদ্ধৃতিটি যদি ভুল বানানে লেখা হয় তাহলে মূল অনুচ্ছেদ বা স্তবকের গৌরব চাপা পড়ে যায়।

৯. মূল ভাব-বস্তুর প্রকাশে বিভিন্ন শব্দ কি ভাবে সাহায্য করছে তা লক্ষ্য করতে হবে।

১০. ভাব-সম্প্রসারণের আয়তন প্রবন্ধের মতো বিশাল কিংবা সারমর্ম বা ভাবসংক্ষেপ, সারসংক্ষেপের মতো ছোট হবে না। পরীক্ষার খাতার এক-দেড় পৃষ্ঠার বেশি না হওয়াই ভাল।

১১. ভাব-সম্প্রসারণে প্রত্যক্ষ উক্তি সর্বদা বর্জনীয়।

১২. ভাবের ক্রম অনুসারে এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ লেখা যায়। কিন্তু একটি বিশেষ Point বা বক্তব্য অপর অনুচ্ছেদে যেন ঢুকে না পড়ে।

১৩. অতি-উচ্ছ্বসিত, অতি অলঙ্কৃত বাক্যবিন্যাস ভাবসম্প্রসারণ লেখার সময় এড়িয়ে যেতে হবে।